যুগান্তর

যুগান্তর ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি শিশুকিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ২০০৯

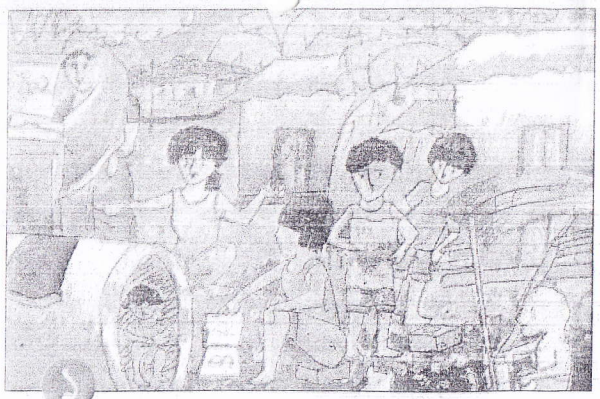

প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত ৩টি ছবি

১ খ বিভাগ — ১ম : অরিত সাহা আদর

২ ক বিভাগ— ১ম : ইসরাত জাহান ইফফাত

৩ গ বিভাগ — ১ম : সাদিয়া সুলতানা তাসনিম

East West University LIBRARY
43, Mohakhali, C/A

আলোকচিত্র : শাবাব রেজা

১৪ নভেম্বর শনিবার ২০০৯ অনুষ্ঠিত হল যুগান্তর-ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি শিশুকিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সকাল থেকেই ছিল প্রতিযোগী বন্ধুদের ভিড়। সঙ্গে এসেছিলেন তাদের অভিভাবকও। ছোট ছোট বন্ধুদের কলকাকলিতে মুখরিত ছিল মিলনায়তন প্রাঙ্গণ। সকাল ৯টা থেকেই শুরু হয়েছিল রেজিস্ট্রেশন। আর আঁকাআঁকি শুরু হয়েছিল ১০টা থেকে। বন্ধুরা যার যার রঙতুলি নিয়ে বসে পড়েছিল ছবি আঁকতে। প্রতিযোগীদের ৩টি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়। ক শাখা : ৬ বছর পর্যন্ত। খ শাখা : ৭ থেকে ৯ বছর পর্যন্ত। গ শাখা ১০ থেকে ১২ বছর পর্যন্ত। প্রতি বিভাগের পুরস্কার ছিল— প্রথম পুরস্কার ৫০০০ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৩০০০ টাকা, তৃতীয় পুরস্কার ২০০০ টাকা। এছাড়া সব বিভাগ থেকে ১০টি বিশেষ পুরস্কার আর সবার জন্য শুভেচ্ছা পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল। অভিভাবকরাও বাদ পড়েননি। তাদের জন্য ছিল কুইজ প্রতিযোগিতা।

বন্ধুদের ছবি আঁকা শেষ হয় ১১-৩০ মিনিটে। বিচারকমণ্ডলী লেগে পড়েন শ্রেষ্ঠ ছবি বাছাইয়ের কাজে। ছবি বাছাই করেন শিল্পী আব্দুস সাত্তার, হামিদুজ্জামান খান, আবুল বারক আলভী।

যারা পুরস্কার পেয়েছে : ক বিভাগ— ১ম : ইসরাত জাহান ইফফাত, ২য় : [illegible]নাফে ফাতিন, ৩য় : মোহাম্মদ উল্লাহ মাহি। খ বিভাগ— ১ম : অরিত সাহা আদর— ২য় : সাদিয়া আফরিন, ৩য় : জাহিন ফেরদৌস কাশফিয়া। গ বিভাগ — ১ম : সাদিয়া সুলতানা তাসনিম, ২য় : সানজিদা হক স্বর্ণা, ৩য় : জান্নাতুল ফেরদৌসী।

যুগান্তর
THE DAILY JUGANTOR

15 November, 2009
Page-3
Class No.
378.5492

ক্ষুদে শিল্পীদের তুলির যুদ্ধ

সাংস্কৃতিক রিপোর্টার

কয়েকশ' শিশুর কলকাকলিতে মুখর হয়ে উঠেছিল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র। শনিবার হেমন্তের সকালটা ছিল দেশের ক্ষুদে শিল্পীদের জন্য এক অন্যরকম আনন্দের দিন। নগরে বসেও শিশু-কিশোররা এঁকেছে গাঁও-গ্যারামের ছবি। কেউবা তুলির আঁচড়ে এঁকেছে রূপকথার চরিত্রগুলো। দারুণ সব ছবি এঁকে 'ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি-যুগান্তর' পুরস্কার ছিনিয়ে নিল ক্ষুদে শিল্পীরা। 'ক' বিভাগে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে ইসরাত জাহান ইফ্ফাত, দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছে আন্নাফে আজারো ফাতিন এবং তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে উলাহ মাহী। 'খ' বিভাগে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে অহিত সাহা আদর, দ্বিতীয় পুরস্কার সাদিয়া আফরিন এবং তৃতীয় পুরস্কার জাহিন ফেরদৌস কাশফিয়া। 'গ' বিভাগে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে সাদিয়া সুলতানা তাসনিম, দ্বিতীয় পুরস্কার সানজীদা হক স্বর্ণা এবং তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে জান্নাতুল ফেরদৌসী। প্রতি গ্রুপের জন্য পুরস্কার ছিল : প্রথম পুরস্কার ৫০ হাজার টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৩০ হাজার টাকা এবং তৃতীয় পুরস্কার ২০ হাজার টাকা। প্রতিযোগিতায় এই পুরস্কার ছাড়াও প্রতি বিভাগের ১০ জনকে বিশেষ পুরস্কার দেয়া হয়। ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ১৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। সকালে এ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ডিরেক্টরসের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট এমএ মুমিন। এ সময় প্রো-ভিসি ড. মনিরউদ্দিন আহমেদ, শিক্ষকবৃন্দ, বিভাগীয় প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন চলচ্চিত্রাভিনেতা ইলিয়াস কাঞ্চন, নাট্যাভিনেতা হাসান মাসুদ প্রমুখ। প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন আবদুস সাত্তার, হামিদুজ্জামান খান, আবুল বারক আলভী, সমরজিৎ রায় চৌধুরী। দুপুরে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়াও বিকালে ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্যমন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ডিরেক্টরসের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট এমএ মুমিন। আলোচনা শেষে ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থিত সবাই উপভোগ করেন।

সেলিম আল দীন-এর ওপর চিত্রকর্ম প্রদর্শনী : নাট্যাচার্য সেলিম আল দীন-এর জীবন ও কর্মের ওপর ১২৬টি চিত্রকর্ম নিয়ে শিল্পকলা একাডেমীর জাতীয় চিত্রশালা পাজায় গতকাল শুরু হল চিত্রপ্রদর্শনী। দশ দিনব্যাপী এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বরেণ্য শিল্পী রফিকুন নবী। বক্তব্য দেন নাট্যনির্দেশক নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু। সভাপতিত্ব করেন শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক কামাল লোহানী। স্বাগত বক্তব্য দেন প্রদর্শনীর আহ্বায়ক শাহজাহান আহমেদ বিকাশ। শিল্পকলা একাডেমীতে শুরু হওয়া আন্তর্জাতিক ইবসেন সেমিনার ও নাট্যোৎসবের অংশ হিসেবে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে সেলিম আল দীন-এর জীবন ও কর্মের ওপর দেশের ১২টি আর্ট ইন্সটিটিউটের ছাত্রছাত্রীদের শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে তিন বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথম হয়েছে ঢাবি চারুকলা ইন্সটিটিউটের ছাত্র আজমল উদ্দিন। দ্বিতীয় রাজশাহী বিশ্ববিদালয়ের চারুকলার ছাত্র কনক কুমার পাঠক এবং তৃতীয় হয়েছে ইউডার ছাত্র মোঃ খালেকুজ্জামান। অনুষ্ঠানে একই সঙ্গে ইউএসএ-এর শিল্পী সারা পলা হফম্যানের 'ঘোস্টস অব দ্য হার্টল্যান্ড' শীর্ষক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন সাহিত্যিক হাসনাত আবদুল হাই।

East West University
LIBRARY
43, Mohakhali, C/A